MAR. 22 [redacted]

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ॥ বাংলা ও ইংরেজী পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন দেড় শতাধিক

রেজানুর রহমান ॥ ছাত্রদের পরীক্ষায় শিক্ষক বহিষ্কারের ঘটনা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। এসএসসি বাংলা ও ইংরেজী ৪টি পত্রের পরীক্ষায় নকল সরবরাহ অথবা প্রশ্নপত্রের উত্তর বলিয়া দেওয়ার সময় দেড় শতাধিক শিক্ষক হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছেন। সঙ্গত কারণেই জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে-যাহারা ছাত্রদের পড়ান তাহারাই যদি নকল সরবরাহ করেন তাহা হইলে শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি? ২৩ ও ২৪শে আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সহিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, কোন শিক্ষক পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করিলে তাহার বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ করা হইবে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, অভিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দের বিরুদ্ধে আদৌ কি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

(১১ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠানোর ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরী। অথচ এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বড়ই উদাসীন। গতকাল এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এইভাবে প্রকাশ্যে স্থানান্তর করা হয় -আফতাব আহমেদ

এসএসসি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এইবার এসএসসি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে বিভিন্ন বোর্ড পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে নকল বিরোধী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে শিক্ষকদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলা হইয়াছিল-পরিদর্শক হিসাবে নকলে সহায়তা করিলে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। বেতন-ভাতাদি বন্ধ হইতে পারে। চাকুরীচ্যুত হইতে পারেন। ইহার ফলে নিজের ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়াসহ আর্থিক অনটন সৃষ্টি হইতে পারে। ফলে কর্মজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। শিক্ষক হিসাবে নকলে সহায়তা করিয়া অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ। নিজের অপকর্মের দায় যাহাতে শিক্ষক সমাজের উপর না বর্তায় সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।

বিভিন্ন বোর্ডের পক্ষ হইতে শিক্ষক সমাজের প্রতি এই ধরনের আহবান জানান সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে একশ্রেণীর শিক্ষক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকলে সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন। এসএসসি ইংরেজী প্রথম পত্রে ২৭ জন, দ্বিতীয় পত্রে ৭৫ জন, বাংলা প্রথম পত্রে ২১ জন, দ্বিতীয় পত্রে ২৭ জন শিক্ষক নকল সরবরাহ অথবা প্রশ্নপত্রের উত্তর বলিয়া দেওয়ার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছেন। একটি সূত্র জানায়-নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে বেতন-ভাতা বন্ধ অথবা চাকুরীচ্যুত হওয়ার শাস্তির বিধান রাখা হইলেও অনেকের ক্ষেত্রেই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। শুধু পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব হইতে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, সারাদেশে শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নকলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করিতেছেন। কিন্তু গুটি কয়েক শিক্ষকের দুর্নামের দায়ভার সকলকেই বহন করিতে হইতেছে। কাজেই অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

কিশোরীগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত

নীলফামারী সংবাদদাতা

কিশোরীগঞ্জ কেশবা দাখিল মাদ্রাসা কে[ন্দ্রে] গত মঙ্গলবার ১০ জন পরীক্ষার্থী ও ৩ জ[ন] মাদ্রাসা শিক্ষককে বহিষ্কার করার প্রতিবা[দে] পরীক্ষাশেষে ম্যাজিস্ট্রেটকে কেন্দ্রে ঘেরা[ও] করিয়া লাঞ্ছিত করায় কিশোরীগঞ্জ থানা[য়] ১টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। থানা সূ[ত্র] অনুযায়ী পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজি[ত] ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা পরীক্ষার্থী [ও] শিক্ষকদের বহিষ্কার করিলে তাহারা ক্ষু[ব্ধ] হইয়া পরীক্ষাশেষে ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছি[ত] তাহার গাড়ী ভাংচুর করিতে উদ্যত [হয়]। পুলিশ ঘটনা আয়ত্তে আনে।

বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থি...

নাটোর সংবাদদা[তা]

ইংরেজী পরীক্ষার ... বহিষ্কৃত এসএ[সসি] ... হইয়াছে। ... গ্রামের ... রাশি[দ] ... [illegible]